প্রথম আলো

তারিখ ... 17 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাতিলের দাবি

ছাত্র জোটের অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা, আহত ৬

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাতিলের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিয়েছে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তিতে জোটের ছয় নেতা-কর্মী আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শাহবাগে এ ঘটনা ঘটে।

বাগেরহাটের রামপালে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটিসহ পরিবেশবাদীদের অনেকেই। তারা বলছে, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনের পরিবেশের ক্ষতি হবে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাতিলের দাবিতে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের সম্মিলিত মোর্চা প্রগতিশীল ছাত্র জোটের গতকাল পূর্বঘোষিত অবস্থান কর্মসূচি ছিল। বেলা ১২টার দিকে ছাত্র জোটের নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে মিছিল বের করেন। 'জনস্বার্থে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল কর, সুন্দরবন রক্ষা কর' ব্যানার নিয়ে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শাহবাগের দিকে যাওয়ার সময় চারুকলা ও কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের সামনে দুই দফা পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। বাধা পেরিয়ে তাঁরা শাহবাগ মোড়ে পৌঁছান। সেখানে শ খানেক নেতা-কর্মী অবস্থান নেন।

শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, শাহবাগ মোড়ের আশপাশে মেডিকেলসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকায় নেতা-কর্মীদের এখানে আসতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু তাঁরা পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে শাহবাগের মোড়ে গিয়ে অবস্থান নেন। এতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘণ্টা খানেক পরও তাঁরা যখন উঠছিলেন না, তখন তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ সময় ছয়জন আহত হন। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ দাস ও হোসেন রিয়াদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পরে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে কর্মসূচি শেষ করেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় তাঁরা আগামীকাল বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেন। এ ছাড়া ২০ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন।